নামঃ জান্নাত-এ-ফেরদৌস

শ্রেণীঃ দ্বাদশ

শাখাঃ মানবিক

রোলঃ৪০২

মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজ, ময়মনসিংহ।

বিষয়ঃ আগামী ২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরকে কেমন দেখতে চাই।

প্রারম্ভিকাঃ

মার্কিন বিজ্ঞানী লুথারকিং বলেছিলেন, "I have a dream'' তার মত ময়মনসিংহ শহরকে ঘিরে আমারও কিছু স্বপ্ন আছে। আমার স্বপ্নের রাজ্যের ময়মনসিংহ শহরটি আজকের ময়মনসিংহ শহরের মত নয়। সে শহর আধুনিকতার ছোঁয়ায় প্রানের সাড়া জাগানো একটি শহর। আগামী ২০৩১ সালে আমার স্বপ্নের শহর ময়মনসিংহ কে যে রূপে অর্থাৎ যে অবস্থানে দেখতে চাই তা ক্রমান্বয়ে তুলেধরা হল।

ময়মনসিংহের ইতিকথাঃ

আগামীতে ময়মনসিংহ যে রূপে দেখতে চাই, তার পূর্বে এ শহরের ইতিহাস কীর্তি, সংস্কৃতি সম্পর্কে জেনে রাখা আবশ্যক। বাংলাধেশের উত্তরে অবস্থিত অন্যতম একটি জেলা শহর ময়মনসিংহ। এ শহরটির আয়তন ৪৩৬৩ বর্গ কিলোমিটার। এ শহরটির জন্ম হয় ১৭৮৭ সালের পহেলা মে। এর ১২ টি উপজেলা এবং ২৭০৯ টি গ্রাম রয়েছে। এ শহরের লোক সংখ্যা ৪৪,৩৯,০১৭ জন। তার মধ্যে পুরুষ ৫০.৬২% এবং মহিলা ৪৯.৩৮%। সারা বাংলাব্যাপীএ শহর শিক্ষা নগরী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সৈয়দ নজরুল ইসলাম ময়মনসিংহের মাটিতেই জন্মগ্রহণ করেন। এছাড়াও বাংলাদেশের মূল্যবান রত্নস্বরুপ গীতিকার মনসুর বয়াতি ও সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক ময়মনসিংহ শহরেই জন্মগ্রহণ করেন। লোকসাহিত্য, জারী নৃত্য ইত্যাদিতে ময়মনসিংহ খুবই বিখ্যাত। এ শহরের পরিচিতি সম্পর্কে প্রচলিত একটি ছড়া হলঃ

হাওর-বাওর

মহিষের শিং

এই তিন এ ময়মনসিংহ।

শহরটির অসংগতি সমূহঃ

ময়মনসিংহ প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রেসহ নানাবিধ কারনে বেশ আধুনিক এবং উন্নত থাকার পরও এর বেশ কিছু অসংগতি রয়েছে।অসংগতি সমূহ হলঃ

১। পরিবেশ সংরক্ষন

২।নাগরিক সুবিধা

৩। শিক্ষা ক্ষেত্রে

৪। রাজনীতির প্রভাব

৫। সন্ত্রাস

আমি চাই ২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরটিতে উপরে উল্লিখিত অসংগতিসমূহ আর থাকবে না। এই শহরটি একটি নিরাপদ বাসস্থানে পরিনত হবে।

পরিবেশ সংরক্ষনঃ

পরিবেশই প্রানের ধারক জীবনীশক্তির যোগানদার,পরিবেশ প্রতিকূল হলে তার ধ্বংস ও সর্বনাশ আবশ্যম্ভাবী। বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী Peter Wallistion বলেছেন, "Environment Polleistion is a great threat to the existence of living beings on the earth" ময়মনসিংহের পরিবেশ আজ ধ্বংসের সম্মুখীন।এই বিপদ সংকুল অবস্থানে দাড়িয়ে আমি স্বপ্নদেখি একটি সুন্দর স্বাস্থ্যকর পরিবেশের,যে পরিবেশে নিঃশ্বাস নিয়ে আমরা শুধু শান্তিই লাভ করবো। তখন আমরা আর শ্বাস করষ্ট ভুগবো না। প্রতিটি রাস্তার দুধারে থাকবে আম, জাম, কাঁঠালের গাছ। রাস্তার পাশে কোথাও কোনো অপরিস্কার ডাস্টবিন থাকবেনা। কোথাও কোনো ময়লা, আবর্জনা থাকবে না। চারদিক বিরাজমান থাকবে মনোরম দৃশ্য।পরিবেশ সংরক্ষনের ক্ষেত্রে যে সব বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তা নিম্নে দেওয়া হলঃ

১.ড্রেইন ব্যবস্থাঃ

আমি চাই আগামী ২০৩১ সালের মধ্যে ময়মনসিংহের ড্রেইনগুলোর আর বর্তমান অবস্থা থাকবে না। ড্রেনগুলোর পানি উপচে আর রাস্তা দখল করবে না। বিষাক্ত পানির কারণে পরিবেশ দূষিত হবে না। বৃষ্টির দিনে যাতায়াতে কোনো সমস্যা থাকবে না। রিকসাওয়ালারা রাস্তায় পানি ওার জন্য ভাড়া বেশি চেয়ে জনগনকে বিপদে ফেলতে পারবে না। শহরের কেউ আর দূষিত পানির প্রভাবে অসুস্থ হয়ে থাকবে না।

২.আবর্জনা মুক্ত পরিবেশঃ

বর্তমানে ময়মনসিংহ শহরটি আবর্জনার জন্যও বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। এ শহরের প্রায় প্রতিটি অলি-গলিতেই ময়লার স্তুপ। আমি ২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরটিকে আবর্জনা মুক্ত দেখতে চাই। তখন শহরের প্রতিটি অলি-গলিতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ডাস্টবিন ব্যবহার করা হবে। প্রতি দিনই ডাস্টবিন হতে ময়লা নিস্কাশন করা হবে। তখন আমাদের শিশুরা উপহার পাবে একটি বিশুদ্ধ, শান্তিময় পরিবেশ।

৩.যানজট মুক্ত পরিবেশঃ

অন্যান্য শহরের মত ময়মনসিংহেও যানজট জটিল আকার ধারণ করেছে। এর ফলে সমাজের সকল স্তরের জনগণ বিপুল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা এবং চাকুরিজীবিরা মাত্রা অতিরিক্ত ভোগান্তির শিকার হচ্ছে। আগামীতে ময়মনসিংহ শহরকে নতুন রূপে পাব এই আমার আশা, ইনশাল্লা তখন সবাই নিয়ম মেনে গাড়ি চালাবে। আর আমরা পাব একটি যানজট মুক্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ।

কার্বনডাই অক্সাইড ও অক্সিজেনের সমতা রক্ষাঃ

জনসংখ্যা ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সাথে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। ময়মনসিংহের আবহাওয়া বর্তমানে মোটেও সুবিধাজনক নয়। যে হারে কার্বনডাই- অক্সাইড এর মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এরূপ চলতে থাকলে কিছু দিন এ শহরের আর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমি চাই সকলে মিলে কার্বন ও অক্সিজেনে গ্যাসের সমতা রক্ষার জন্য বেশিবেশি করে গাছ লাগাই। যাতে করে আগামী ২০৩১ সালে ময়মনসিংহ শহরটির অস্তিত্ব সুন্দর ভাবে টিকে থাকে।

পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধিঃ

পূর্বে ময়মনসিংহ শহরটির সুন্দরের জন্য বিখ্যাত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর গাছ পালা কেটে একেবারে সর্বনাস করে ফেলেছে। ফলে একদিকে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়েছে অন্যদিকে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের উচিৎ বেশি বেশি করে বৃক্ষরোপন করে ময়মনসিংহকে তার সৌন্দর্য ফিরিয়ে দেওয়া।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট মুক্তঃ

বিদ্যুৎ বিভ্রাট ময়মনসিংহে একটি নিত্য নৈমত্তিক কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যুতের অপর্যাপ্ত উৎপাদনের কারণে প্রধানত বিদ্যুত বিভ্রাটের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়াও বিদ্যুতের অপব্যবহারের জন্যও বিদ্যুত বিভ্রাট ঘটে। এর ফলে শহরে চুরি, ডাকাতি বেড়ে যাচ্ছে। কলকারখানা বন্ধ থাকছে। এবং দেশের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমত পড়াশুনা করতে পারছে না। আমি এই সমস্যার সমাধানে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করছি। আমি চাই ২০৩১ সালে এ শহরে আর বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটবে না। আমরা বিদ্যুৎ বিভ্রাট মুক্ত জীবন লাভ করবো।

শব্দ দূষণমুক্ত পরিবেশঃ

বর্তমানে ময়মনসিংহে শব্দ দূষণ একটি প্রকট সমস্যা। গাড়ির বাজে হর্ন বিশেষ করে টেম্পুর হর্ন, কলকারখানার শব্দ, রেডিও-টেলিভিশনের শব্দ মাইকের আওয়াজ ইত্যাদি শব্দ দূষনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। আমি চাই ২০৩১ সালের মাঝে এ শহরে শব্দদূষন অনেক কমে যাবে। শব্দের মাত্রা এমন অবস্থায় আসন গ্রহন করবে যেখান থেকে সে কারও ক্ষতি করতে পারবে না।

নিরাপদ পানির ব্যবস্থাঃ

পানি দূষন অগ্রসরমান সভ্যতার আরেক অভিশাপ।পেট্রোলিয়াম, গ্যাস, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদি পানি দূষিত করার সহায়ক, পাটকল, কাপড়কল, চিনিকল, চামড়া প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ইত্যাদির বর্জ্য প্রতিনিয়ত ময়মনসিং হের প্রানে অবস্থিত ব্রহ্মপুত্র নদকে দূষিত করে যার ফলে মানুষ নানা ধরনের রোগের শিকার হয়। আমি চাই ২০৩১ সালে ময়মনসিংহের প্রতিটি প্রাণীই নিরাপদ পানি ব্যবহার করার সুযোগ লাভ করে।

ব্রহ্মপুত্রের প্রাণ রক্ষা ঃ

ময়মনসিংহ শহরের বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্র নদ বছরের পর বছর পলি পড়ে ভরাট হয়ে যওয়ায় পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদ তার প্রান হারিয়ে ফেলেছে। কালের পলেস্তারায় ব্রহ্মপুত্র নদ আজ শীর্ণ । যা ময়মনসিংহ বাসির জন্য অত্যান্ত কষ্টদায়ক। আমি আশা করি শীঘ্রই এ শহরের চেয়ারম্যান ব্রহ্মপুত্র নদের প্রান প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আমি আরও চাই আগামী ২০৩১ সালের মাঝে ব্রহ্মপুত্র নদ যেন তার প্রান ফিরে পায়।

শিক্ষা ব্যাবস্থার উন্নয়নঃ

ময়মনসিংহ শহরটি বাংলাদেশের শিক্ষা নগরী হিসাবে খ্যাত। এখানে ২ টি সরকারী বিশ্ববিধ্যালয়, দুইটি মেডিকেল কলেজ (১টি সরকারী অন্যটি বেসরকারী), ৬২টি কলেজ, চারুকলা ইন্সটিটিউট ১টি,ক্যাডেট কলেজ ১টি,৩৭৬টি মাদ্যমিক বিদ্যালয়,২৯৫ টি দাখিল মাদ্রাসা, ১টি কারিগরি মহা-বিদ্যালয় রয়েছে।এতদ সত্বেও পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, বর্তমানে এ জেলার শিক্ষার হার ৩৯.১১% যা একটি শিক্ষা নগরীর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কষ্টদায়ক। আমি ২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহের শিক্ষার হার শতভাগ দেখতে চাই। এ শহরের প্রতিটি মানুষ শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে।

চিকিৎসা ব্যবস্থাঃ

এ শহরে বর্তমানে সংখ্য চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। এখানে প্রথম সরকারী চিকিৎসাকেন্দ্র চালু হয় ১৭৯১ সালে। -----

ময়মনসিংহ সরকারী মেডিকেল কলেজ। অনেক চিকিৎসালয় থাকার পরও শহরবাসী সঠিক চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে না। যারা হাসপাতালে গমন করছে তারা গমনের পর সেখানের অপরিস্কার পরিবেশে গিয়ে আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাদের জন্য সিট দেওয়া সম্ভব হয় না আমি চাই ২০৩১ সালের মাঝে এ শহরের কোন রোগীই আর সঠিক সেবা না পেয়ে মারা যাবে না। এদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা হবে অনেক সুন্দর।

ময়মনসিংহ বিভাগ স্থাপনাঃ

১৭৮৭ সালের পহেলা মে ময়মনসিংহ শহরটির জন্ম। এটি বৃহদ একটিজেলা। এর ১২ টি উপজেলা রয়েছে। গ্রাম রয়েছে ২৭০৯টি। এর আয়তন ৪৭৮৭ বর্গ মাইল। এর লোকসংখ্যা ৪৪,৩৯,০১৭জন তার মাঝে ৫০.৬২% পুরুষ এবং ৪৯.৩৮% নারী। এখানে দুইটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও অনেক শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। এখানে শশীলজ, লোহার কুটির নামের অনেক জ্যান্ডার ক্যাসেল সহ বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গা রয়েছে। এত বড় একটি জেলা তাকে বিভাগ করার জন্য এ শহরের সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ শহর বাসীর দাবি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ভৈরব এই সাতটি জেলাকে নিয়ে ময়মনসিংহকে বিভাগে উন্নীত করতে হবে। সব স্তরের সবাই এনবার এক সত্তা হয়ে এই ন্যায় দাবির পক্ষে লড়ছে। আমি চাই ২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহর বিভাগে উন্নীত হবে।

রাজনৈতিক প্রভাব মুক্তঃ

রাজনীতি যেমন একটি উন্নয়নের হাতিয়ার তেমনি ধ্বংসের দাবানলও। বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনীতির অবস্থা মোটেও ভাল নয়। রাজনীতির কালো ছোঁয়ার প্রভাবে দেশ আজ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনীতির অপব্যবহার করা হচ্ছে। রাজনীতিকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে অনেকেই দুর্নীতিতে এ দেশকে বিশ্বের দরবারে শেষ্ঠ হিসেবে প্রমান করেছে। এর প্রভাবে উপযুক্ত ব্যক্তি দক্ষতা অনুসারে কাজ পাচ্ছে না। ময়মনসিংহ শহরটিও দুর্নীতির কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। আমি চাই ২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহকে বিশ্বের দরবারে দুর্নীতি মুক্ত শহর হিসেবে দেখতে চাই।

সন্ত্রাস মুক্ত সমাজঃ

ময়মনসিংহ শহরের অলিতে-গলিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় বেশ কয়েকজন করে ছেলেরা জঁলা পাকিয়ে বসে আছে। তাদের কাজ স্কুল গামী ছাত্রীদের নানা ভাবে উৎপাত করা। ইভটিজিং এর কারণে মেয়েরা স্কুলে যেতে ভয় পায়। তারা অনেক সময় মানষিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে কিছু ছেলে আছে যারা চাঁদা তুলে, ছিনতাই করে, চুরি করে সমাজের ক্ষতি সাধন করছে।এরা সকলেই সন্ত্রসী। এদের ভয়ে সমাজের মানুষ শান্তিতে রাত্রিযাপন করতে পারে না। আমি চাই ২০৩১ সালের মাঝে ময়মনসিংহ শহরে আর কোন সন্ত্রসী থাকবে না, সবাই শান্তিতে জীবন যাপন করবে।

উপসংহারঃ

ময়মনসিংহ শহরটি আয়তনেও যেমন বিশাল তেমনি সৌন্দর্য মন্ডিত। এর নদী এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ একে অধিক মাত্রায় সুন্দর করে তুলেছে। যতটুকু অসংগতি, অসুন্দর এ শহরের মাঝে আজও বিরাজমান রয়েছে আশা করি ভবিষ্যতে তা আর থাকবে না। আমাদের এ শহরটি হবে পরিস্কার,পরিচ্ছন্ন, শিক্ষার আলোয় আলোকিত একটি আধুনিক শহর, আমি চাই ২০৩১ সালের মাঝে আমার স্বপ্নের মত সুন্দর শহরে পরিনত হবে আমার প্রিয় ময়মনসিংহ।